"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা হলেন ওয়ান্ডারফুল বাবা, টিচার আর সদ্গুরু, ওঁনার নিজের কোনো বাবা নেই, উনি কখনও কারোর থেকে কিছু শেখেন না, ওঁনার গুরুর প্রয়োজন নেই, এইরকম বিস্ময়ে তোমাদের স্মরণ করা উচিত"

*প্রশ্নঃ - স্মরণে কোন্ নবীনত্ব থাকলে তখন আত্মা সহজেই পবিত্র হয়ে যেতে পারে?

*উত্তরঃ - স্মরণে যখন বসো তখন বাবার কারেন্টকে (শক্তিকে) টানতে (আকর্ষণ করতে) থাকো। বাবা তোমাদের দেখেন আর তোমরা বাবাকে দেখো, এইরকম স্মরণই আত্মাকে পবিত্র করে দিতে পারে। এ হলো অত্যন্ত সহজ স্মরণ, কিন্তু বাচ্চারা প্রতিমুহূর্তে ভুলে যায় যে আমরা হলাম আত্মা, শরীর নয়। দেহী-অভিমানী বাচ্চারাই স্মরণে স্থির থাকতে পারে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের এই নিশ্চয় তো রয়েছে যে ইনি হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, ওঁনার কোনো বাবা নেই। দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষ নেই যার বাবা নেই। একেকটি কথা অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে হবে। আর তারপর নলেজও তো তিনি শুনিয়ে থাকেন, যিনি কখনো পড়েননি। নাহলে তো মনুষ্যমাত্রই কিছু না কিছু অবশ্যই পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ তো পড়েছেন। বাবা বলেন আমি কি পড়বো? আমি তো পড়াতে আসি। আমি পড়াশোনা করিনি। আমি কারোর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কোনো গুরু করিনি। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বাবার অবশ্যই সর্বোচ্চ মহিমা হবে। গাওয়া হয়ে থাকে, উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন ভগবান। ওঁনার থেকে উঁচু আর কি হবে? না বাবা, না টিচার, না গুরু। এই অসীম জগতের বাবার না কোনো বাবা আছে, না টিচার আছে, না গুরু আছে। ইনি স্বয়ং হলেন বাবা, টিচার, গুরু। এ তো তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো। এরকম কোনো ব্যক্তি হতে পারে না। এই বিস্ময়েই এরকম বাবা, টিচার, সদ্গুরুকে স্মরণ করা উচিত। মানুষ বলেও - ও গডফাদার... উনি হলেন নলেজফুল টিচারও, সুপ্রিম গুরুও। তিনি হলেন অদ্বিতীয়, এরকম কোনো দ্বিতীয় মানুষমাত্র থাকবে না। উনি পড়াবেনও মনুষ্য শরীরের মাধ্যমে। পড়ানোর জন্য মুখ তো অবশ্যই চাই। এও যেন প্রতিমুহূর্তে বাচ্চাদের স্মৃতিতে থাকে তাহলেও তরী পার হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সুপ্রিম টিচার মনে করলে সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে চলে আসবে। তিনি হলেন সদগুরুও। আমাদেরকে যোগ শেখাচ্ছেন। একজনের সঙ্গেই যোগ যুক্ত হতে হবে। সমস্ত আত্মাদের একজনই হলেন বাবা। তিনি সমস্ত আত্মাদের বলেন মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। আত্মাই সব কিছু করে। এই শরীররূপী মোটরের চালক হলো আত্মা। তাকে রথ বলো বা যা কিছুই বলো। মুখ্য চালক হলোই আত্মা। আত্মার বাবা হলেন একজনই। মুখে বলেও থাকো আমরা সকলেই হলাম ভাই-ভাই। এক বাবার সন্তান আমরা সকলেই হলাম ভাই-ভাই। তারপর যখন বাবা আসেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে, তখন ভাই-বোন হতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশজাত হলে তো ভাই-বোন হবে, তাইনা ! ভাইয়ের কখনোই বোনের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না। তাহলে এরা সকলেই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়ে গেল। তাহলে ভাই-বোন মনে করলে যেমন বাবার লাভলী চিল্ড্রেন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়ে গেল। তোমরা বলবে আমরা হলাম ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের। ঈশ্বর বাবা আমাদের সবকিছু শেখাচ্ছেন। তিনি কারোর কাছ থেকে শেখেননি। তিনি হলেনই সদা সম্পূর্ণ। ওঁনার কলাগুলি কখনো হ্রাস (কম) পায় না আর সকলের কলা কম হয়ে যায়। আমরা তো শিব বাবার অনেক মহিমা করি। শিববাবা বলা অত্যন্ত সহজ আর বাবাই হলেন পতিত পাবন। কেবল ঈশ্বর বললে এতটা ভালো লাগে না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের হৃদয় থেকে (মনে) ভালো লাগে। বাবা কিভাবে এসে পতিতদের পবিত্রে পরিণত করেন। লৌকিক বাবাও রয়েছেন, পারলৌকিক বাবাও রয়েছেন। পারলৌকিক বাবাকে সকলেই স্মরণ করে কারণ হলো পতিত সেইজন্যই তো স্মরণ করে। পবিত্র হয়ে গেলে তো তখন দরকারই নেই পতিত-পাবনকে ডাকার। ড্রামা দেখো কেমন। পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করে। চায় যে আমরা যেন পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাই।

শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই লেগেছিল। কিন্তু এইরকম তো হয় না। এখন তোমরা বোঝো যে আমরা না অসুর, না দেবতা। এখন আমরা হলাম মাঝখানের। সবই তোমাদের পিষতে থাকে। এই খেলা অত্যন্ত মজার। নাটকে মজাই দেখতে যায়, তাই না ! ও'সব হলো পার্থিব জগতের ড্রামা, এ'সব হলো অসীম জগতের ড্রামা। একে আর কেউ জানে না। দেবতারা তো জানতেই পারেনা। এখন তোমরা কলিযুগ থেকে বেরিয়ে এসেছো। যে নিজে জানে সে অন্যদেরকেও বোঝাতে পারে। একবার ড্রামা দেখলে তখন আবার সমগ্র ড্রামা বুদ্ধিতে চলে আসবে। বাবা বুঝিয়েছেন এ হলো মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ, এর বীজ উপরে রয়েছে। বিরাটরূপ বলা হয়, তাই না ! বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদেরকে

বুঝিয়ে থাকেন। মানুষের এসব জানা নেই। শিববাবা কারোর থেকে ভাষা শিখেছে কি? যখন ওঁনার কোনো টিচারই নেই তখন ভাষা আবার কি শিখবেন। তাহলে অবশ্যই যে রথে আসেন ওনার ভাষাকেই কাজে লাগাবেন। ওঁনার নিজস্ব কোনো ভাষা তো নেই। উনি কিছু পড়েন বা শেখেনও না। ওঁনার কোনো টিচার নেই। শ্রীকৃষ্ণ তো শেখে। তার মা-বাবা টিচার রয়েছে, ওঁনার গুরুর দরকার নেই কারণ ওঁনার তো সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েছে। এও তোমরা জানো। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে সবথেকে উঁচু। এ'কথা তোমরা স্মৃতিতে রাখো। আমাদের পড়ান বাবা। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ, দেবতা.... কত ক্লিয়ার। বাবাকে তো প্রথম থেকেই বলে দেয়, তিনি সবকিছু জানেন। কি জানেন, তা কারোর জানা নেই। তিনি হলেন নলেজফুল। সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ ওঁনার রয়েছে। বীজের তো সমগ্র বৃক্ষের নলেজ থাকে। ও'টা হলো জড় বীজ। তোমরা হলে চৈতন্য। তোমরা নিজেদের বৃক্ষের নলেজ বুঝিয়ে থাকো। বাবা বলেন - আমি হলাম এই ভ্যারাইটি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ। হলো তো সকলেই মানুষ, কিন্তু ভ্যারাইটি (বিবিধতা) রয়েছে। একজন আত্মারও শরীরের ফিচারস্ অন্যের মতন হতে পারে না। দু'জন অ্যাক্টার্স একই রকমের হতে পারে না। এও হলো অসীম জগতের ড্রামা। আমাদের অর্থাৎ মানুষদেরকে অ্যাক্টর্স বলা হয় না, আত্মাকে বলা হয়। ওরা তো মানুষকেই মনে করে। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা আত্মারা হলাম অ্যাক্টার্স, যারা শরীরের দ্বারা ডান্স করে থাকে। যেমন ভাবে মানুষ বাঁদরের ডান্স করায়। এও হলো আত্মা, যে শরীরকে দ্বারা ডান্স করায়, ভূমিকা পালন করায়। এ হলো অতি সহজেই বোঝার মতন কথা। অসীম জগতের বাবা আসেনও অবশ্যই। এমন নয় যে আসেন না। শিব-জয়ন্তীও হয়। বাবা আসেনই তখন, যখন দুনিয়াকে চেঞ্জ হতে হবে। ভক্তি মার্গে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসবে কিভাবে ? কলিযুগে অথবা সঙ্গমে তো শ্রীকৃষ্ণের রূপ এই চোখের মাধ্যমে দেখতে পারা যায় না। তাহলে ওঁনাকে ভগবান কিভাবে বলবে? উনি হলেন সত্যযুগের প্রথম স্থানাধিকারী প্রিন্স। ওঁনার বাবা, টিচারও রয়েছেন, গুরুও ওঁনার দরকার নেই কারণ সদগতিতে রয়েছেন। স্বর্গকে সৎগতি বলা হয়। হিসাবও ক্লিয়ার রয়েছে। বাচ্চারা বোঝে যে মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। কারা কারা কত জন্ম নেয় সেই হিসাব তো করো। ডিটি ঘরানা (দৈবী কুল) অবশ্যই সর্বপ্রথমে আসে। প্রথম জন্ম ওনাদেরই হয়। একজনের হলে তখন তার পিছু পিছু সকলেই চলে আসে। এইসমস্ত কথাও তোমরাই জানো। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ ভালোভাবে বোঝে। যেমন ওই পড়াশোনায় থাকে, এও অতি সহজ। কেবল একটি গুপ্ত অসুবিধা আছে - তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাতে মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে কারণ মায়া রাবণের ঈর্ষা হয়। তোমরা রামকে স্মরণ করো সেইজন্য রাবণের ঈর্ষা হয় যে আমার অনুগামীরা রামকে কেন স্মরণ করে। এও ড্রামায় প্রথম থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নতুন কথা নয়। কল্প-পূর্বেও যে ভূমিকা পালন করেছিল, সে-ই পালন করবে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো। কল্প পূর্বে যে পুরুষার্থ করেছিল, সে এখনো করছে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। কখনো বন্ধ হয় না। সময়ের টিক-টিক (ধীরে ধীরে চলা) হতেই থাকে। বাবা বোঝান এ হলো ৫ হাজার বছরের ড্রামা। শাস্ত্রতে তো কেমন-কেমন কথা লিখে দিয়েছে। বাবা এরকম কখনো বলেন না যে ভক্তি ছেড়ে দাও কারণ যদি এখানেও চলতে না পারে আর ওটাও ছেড়ে দেয় তখন না এখানকার, না ওখানকারও থাকবে। কোনো কাজই থাকে না সেইজন্য তোমরা দেখো যে অনেক মানুষ এরকমও আছে যারা ভক্তি ইত্যাদি কিছুই করেনা। ব্যস্, এইভাবেই চলতে থাকে। অনেকে তো বলে ভগবানই অনেক রূপ ধারণ করেন। আরে এ হলো অসীম জগতের অনাদি পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। যা রিপিট হতে থাকে। সেইজন্য একে অনাদি অবিনাশী ওয়ার্ল্ড ড্রামা বলা হয়। বাচ্চারা এও তোমরাই বুঝতে পারছো। এরমধ্যেও তোমাদের অর্থাৎ কুমারীদের জন্য হলো অত্যন্ত সহজ। মাতারা তো যে সিঁড়ি চড়েছে, তা নামতেও হবে। কুমারীদের তো আর কোনো বন্ধন নেই। চিন্তাই নেই, বাবার হয়ে যেতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধকে ভুলে পারলৌকিক সম্বন্ধ জুড়তে হবে। কলিযুগে তো আছেই দুর্গতি। ড্রামানুসারে নীচে নামতেই হবে।

ভারতবাসীরা বলে এই সবকিছুই হলো ঈশ্বরের। তিনি হলেন মালিক। তোমরা কে? আমরা হলাম আত্মা। বাকি এই সবকিছুই হলো ঈশ্বরের। এই দেহ ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে তা পরমাত্মা দিয়েছেন। মুখে বলে সঠিক। বলে দেয় এ সবকিছু ঈশ্বর দিয়েছেন। আচ্ছা তাহলে ওঁনার দেওয়া জিনিসের প্রতি চিন্তা থোড়াই করা উচিত। কিন্তু সে পথেও চলে না। রাবণের মতে চলে। বাবা বুঝিয়ে থাকেন তোমরা তো হলে ট্রাস্টি। কিন্তু রাবণ সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে তোমরা ট্রাস্টি ভাবের মধ্যেও নিজেকে ধোঁকা দিয়ে থাকো। মুখে বলো এক, করো অন্য। যে জিনিস বাবা দিয়েছেন, তারপর নিয়ে নিয়েছেন, তাহলে তাতে তোমাদের দুঃখ কেন হয়? মমত্ব দূর করার জন্যই এই সমস্ত কথা বাবা নিজের বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন। এখন বাবা এসেছেন। তোমরাই ডেকেছিলে -- বাবা আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে চলো। আমরা রাবণ রাজ্যে অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছি। এসে আমাদের পবিত্র করো, কারণ মনে করে পবিত্র হওয়া ব্যতীত আমরা যেতে পারি না। আমাদেরকে নিয়ে চলো। কোথায়? ঘরে নিয়ে চলো। সকলেই বলে আমরা ঘরে যাবো। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরাও চায় আমরা কৃষ্ণপুরী, বৈকুণ্ঠে যাব। সত্যযুগই স্মরণে আসে। এ হলো প্রিয় জিনিস। মানুষ মারা গেলে স্বর্গে যায় না। স্বর্গ তো সত্যযুগেই থাকে, কলিযুগে হয় নরক। তাহলে অবশ্যই পুনর্জন্ম নরকেই হবে। এ কোনো সত্যযুগ থোড়াই ! না তা নয়। সে তো হলো ওয়ান্ডার অফ

ওয়ার্ল্ড (বিশ্বের বিস্ময়)। বলেও, বোঝেও তবুও কেউ মারা গেলে তখন আত্মীয়-পরিজনেরা কিছুই বোঝে না। বাবার কাছে যে ৮৪ চক্রের নলেজ রয়েছে তা বাবাই দিতে পারেন। তোমরা তো নিজেদেরকে দেহ মনে করতে, তা ভুল ছিল। এখন বাবা বলেন দেহী-অভিমানী ভব। শ্রীকৃষ্ণ তো বলতে পারে না যে দেহী-অভিমানী ভব। ওঁনার তো নিজের দেহ রয়েছে, তাই না ! শিববাবার তো নিজস্ব দেহ নেই। এ হল ওঁনার রথ, যার মধ্যে উনি বিরাজমান। এ হলো ওঁনার রথ, আবার এঁনারও রথ। এঁনার নিজের আত্মাও আছে। বাবারও লোন নেওয়া রয়েছে। বাবা বলেন, আমি এঁনার (শরীরের) আধার নিয়ে থাকি। নিজের তো নেই। তাহলে পড়াবো কিভাবে ? বাবা রোজ বসে বাচ্চাদেরকে আকর্ষণ করেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে দেখো। এই শরীরও ভুলতে থাকো। আমি তোমাদেরকে দেখি, তোমরা আমাকে দেখো। তোমরা যত বাবাকে দেখবে, পবিত্র হতে থাকবে। পবিত্র হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। যদি হয় তো বলো, যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে যায় ? গঙ্গার জলে তো হবে না। প্রথমে তো যেকোনো কাউকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। এমন বাবা তো আর কেউই হতে পারে না। নাড়ী দেখো, অনুভব করো, যাতে বিস্মিত হয়ে যায়! বুঝবে অবশ্যই যে এঁনাকে পরমাত্মা বলা হয়। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে বাবা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। আমি কে? সেও বাচ্চারা জানে। হিস্ট্রি রিপিট হয়। যে এই কুলের হবে সেই আসবে, বাকি সকলেই আপন আপন ধর্মে চলে যাবে। যারা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা পুনরায় বেরিয়ে এসে নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে, সেইজন্য নিরাকারী বৃক্ষও দেখানো হয়েছে। বাচ্চারা, এই সমস্ত কথা তোমরাই বোঝো, বাকিরা তো কেউ মুশকিলই বোঝে। ৭-৮ জনের মধ্যে কোনো ১-২ জন বেরোবে যারা বুঝবে। এই নলেজ হলো অত্যন্ত ভালো। যারা এখানকার হবে তাদের ঝড় কম আসবে। মনে হবে আবার যাই, গিয়ে শুনি। কেউ আবার সঙ্গের রঙেও চলে আসে, তারপর আর আসে না। যেখানে পার্টিকে (দল) যেতে দেখবে সেখানেই জুড়ে যাবে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কত পরিশ্রম করতে হয়। প্রতিমুহূর্তে বলে যে আমরা ভুলে যাই। আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়। সেও প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। বাবাও জানেন যে বাচ্চারা কামচিতায় বসে কালো হয়ে গেছে, কবরে ঢুকে গেছে, সেইজন্য কালো হয়ে গেছে। তাদেরকেই পুনরায় বাবা বলেন - আমার বাচ্চারা সকলেই পুড়ে মারা গেছে। এ হলো অসীম জগতের কথা। কত কোটি কোটি আত্মারা আমার ঘরে বসবাস করে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে থাকে। বাবা তো অসীমের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই না ! তোমরাও অসীমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমরা জানো যে বাবা স্থাপনা করে চলে যাবেন, তারপর তোমরা রাজত্ব করবে। বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মারূপী পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) তোমাদের অর্থাৎ অ্যাক্টরদের প্রতি রাবণ (কোনো বিকারী আত্মা) যদি ঈর্ষা করে, বিঘ্ন সৃষ্টি করে, ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝখানে ফেলে দেয়, তখন তাকে না দেখে নিজের পুরুষার্থে তৎপর থাকতে হবে। কারণ এই ড্রামায় প্রত্যেক অ্যাক্টরের নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। এই অনাদি ড্রামা বানানোই রয়েছে।

২) রাবণের মতানুসারে চলে ঈশ্বরের আমানত তদ্রুপ (খয়ানত) ক'রো না। সকলের থেকে মমত্ব সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ- সর্বদা একরস মুডের দ্বারা সমস্ত আত্মাদেরকে সুখ-শান্তি-প্রেমের অঞ্জলী প্রদানকারী মহাদানী ভব

বাচ্চারা, তোমাদের মুড যেন সর্বদা খুশিতে একরস থাকে। কখনো মুড অফ, কখনো মুড অত্যন্ত ভালো... এইরকম নয়। সদা মহাদানী হয় যারা, তাদের মুড কখনো বদল হয় না। দেবতায় পরিণতকারী মানে যারা দান করেন। তোমাদের কেউ কিছু দিলেও তোমরা মহাদানী বাচ্চারা সকলকে সুখের অঞ্জলী, শান্তির অঞ্জলী, প্রেমের অঞ্জলী দাও। শরীরের সেবার সাথে মন থেকে এইরকম সেবায় বিজী থাকো তবেই ডবল পুণ্য জমা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- তোমাদের বিশেষত্ব গুলি হলো প্রভু প্রসাদ, এগুলিকে শুধুমাত্র নিজের প্রতি ইউজ করো না, বন্টন করো আর বৃদ্ধি করতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;